বিষয়ঃ বাংলা (সৃজনশীল)
প্রথম প্রত্র
[২০২৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]
নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও নমুনা উত্তর

১ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১(ক)	জ্ঞান	১	১	শম্ভুনাথ সেন/কল্যাণীর বাবা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেন/ কল্যাণীর বাবাকে সুপুরুষ বটে বলা হয়েছে।

১ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১(খ)	অনুধাবন	২	২	'অপরিচিতা' গল্পের প্রধান চরিত্র অনুপমের বিয়েতে প্রজাপতি ও পঞ্চশরের ভূমিকা গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	'অপরিচিতা' গল্পের প্রধান চরিত্র অনুপমের বিয়েতে কোনো বাধা বিপত্তি আসেনি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ অনুপমের বিয়েতে কোনো বাধা বিপত্তি আসেনি সেটি বোঝাতে 'প্রজাপতির সংগে পঞ্চশরের বিরোধ নাই' উক্তিটি করা হয়েছে। বিয়ের দেবতা প্রজাপতি আর প্রেমের দেবতা পঞ্চশর। অনুপমের বিয়ের কথাবার্তা খুব নির্বিঘ্নে ও সফলভাবে এগিয়ে যায়, কোনো বাধা বিপত্তি ছিল না। অর্থাৎ তার বিয়ের ভাগ্য এবং প্রেমের যোগ উভয়ের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটেছিল।

১ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	'অপরিচিতা' গল্প ও উদ্দীপকের আলোকে অনুপম চরিত্রের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			২	অনুপম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	অনুপম লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ উদ্দীপকের শফিকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের প্রধান চরিত্র অনুপমের সাদৃশ্য রয়েছে। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বহীন এবং পরিবারের সিদ্ধান্তের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। বিয়ের আসরে যখন তার মামা কল্যাণীর গহনা পরীক্ষা করে কনেপক্ষকে চরম অপমান করছিলেন তখন অনুপম কোনো প্রতিবাদ না করে নির্বিকার কাঠের পুতুলের মতো বসে ছিল। উদ্দীপকের শফিকের আচরণেও একই রকম চিত্র দেখা যায়। সে উচ্চশিক্ষিত হয়েও পরিবারের অনায্য সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেনি। তাই বলা যায়, উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মেরুদন্ডহীন, নিষ্ক্রিয়তা এবং অভিভাবকের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে।

১ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	শম্ভুনাথ সেনের বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান, কল্যাণীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের বিষয়টি উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে প্রয়োগ করে যৌক্তিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারলে।
			৩	শম্ভুনাথ সেনের বলিষ্ঠ প্রত্যাখান, কল্যাণীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের বিষয়টি উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে প্রয়োগ করতে পারলে।
			২	'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে শম্ভুনাথ সেন ও কল্যাণীর প্রতিবাদের কথা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	শম্ভুনাথ সেন ও কল্যাণীর প্রতিবাদের কথা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: আসাদ সাহেবের বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান এবং রাবেয়ার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের প্রেক্ষাপটের মিল রয়েছে। শম্ভুনাথ সেন অনুপমের লোভী পরিবারের সাথে মেয়ে কল্যাণীর বিয়ে না দিয়ে বিয়ের আসর থেকে উঠিয়ে দেওয়া এবং কল্যাণী নিজেকে গুটিয়ে না নিয়ে সমাজসেবায় মনোনিবেশ করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কন্যাপক্ষকে দুর্বল মনে করা চিরাচারিত নিয়ম। 'অপরিচিতা' গল্পে সেই নিয়মের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, বিয়ের আসরে বরপক্ষকে গহনা মেপে নেওয়ার হীন মানসিকতা দেখে মেয়ে বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একই সাথে কল্যাণী এইরকম সিদ্ধান্তে ভেঙ্গে না পড়ে দেশসেবা ও নারী শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে। উদ্দীপকের আসাদ সাহেব ও রাবেয়ার মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। আসাদ সাহেব লোকভয় ও সামাজিক লজ্জা তুচ্ছজ্ঞান করে বরপক্ষের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই বলা যায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লোভ ও শোষণের বিরুদ্ধে শুধু মুখে প্রতিবাদ নয়, আসাদ সাহেবও শম্ভুনাথ সেনের মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে না বলা এবং রাবেয়াও কল্যাণীর মত আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা এবং দেশের জন্য কাজ করাটাই প্রকৃত প্রতিবাদ। তাই উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

২ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(ক)	জ্ঞান	১	১	'জ্ঞানীদের মধ্যে নক্ষত্র' কথাটি লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: 'নজম-উল-ওলামা' এর অর্থ জ্ঞানীদের মধ্যে নক্ষত্র।

২ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(খ)	অনুধাবন	২	২	নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার বিষয়টি প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	নারী শিক্ষার চরম অবহেলার কথা উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে তৎকালীন নারী শিক্ষার চরম অবহেলার কথার চিত্র তুলে ধরেছে। সেই সময় সমাজে পুরুষরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করলেও মেয়েদের শিক্ষার স্তর বড়জোর বর্ণ পরিচয় কিংবা প্রাথমিক স্তরের 'বোধোদয়' বই পড়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। এ কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার এক বিরাট বৈষম্য তৈরি হতো যা নারীদের আজীবন পরাধীন ও সমাজে পিছিয়ে রাখার জন্য দায়ী।

২ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারীদের পরাধীনতা / স্বাধিকারহীনতা / দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারীদের পরাধীনতা / স্বাধিকারহীনতা / দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারীদের পরাধীনতা / স্বাধিকারহীনতা / দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকের খাঁচার পাখি সঙ্গে অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধের নারীদের পরাধীনতা/স্বাধিকারহীনতা/দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার মানসিক জড়তার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূল পরিবেশ এবং নারীর নিজের অসচেতনতার কারণেই নারীদের মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাওয়া যায়। অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থা ছিল খাঁচার পাখির মতো পরাধীন। গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতে থাকতে তারা নিজেদের স্বাধীন সত্তা ও মেধার বিকাশ ঘটানোর স্পৃহা/ইচ্ছা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। উদ্দীপকের খাঁচার পাখিটি দীর্ঘকাল সোনার খাঁচায় বন্দী থাকায় ডানার শক্তি ও মুক্ত চেতনা ভুলে গিয়ে মিথ্যা পরিবেশ নিয়ে মগ্ন থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পাখি যেমন খাঁচাকেই আপন ভেবে আত্মপ্রবঞ্চনায় মগ্ন থাকে। তেমনি প্রবন্ধের নারীরাও তাদের দাসত্বকে ভুলে পুরুষের স্তুতি বাক্য ও বাহ্যিক বিলাসীতাকেই জীবনের সার্থকতা মনে করে।

২ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারী জাগরণের বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটি যথার্থ বলে সিদ্ধান্ত দিতে পারলে।
			৩	'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারী জাগরণের বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	নারী জাগরণ 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	নারী জাগরণ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের/লেখকের প্রত্যাশা সমাজে নারীর জাগরণ; যা উদ্দীপকের কবির খাঁচা থেকে পাখিকে প্রবল ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে লেখক উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে সমাজ জীবনের সবক্ষেত্রে নারীদের/নারী সমাজের পশ্চাদপদতা, দুর্বহ জীবন, অধিকারহীনতাকে দেখানোর পাশাপাশি নারী সমাজের জাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি করা নিয়ম নীতি ভেঙ্গে নারীদের সুশিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। উদ্দীপকের কবি বিশ্বাস করেন, ডানা মেলে স্বাধীন ভাবে বাঁচা ছাড়া জীবন ধন্য হতে পারেনা। তাছাড়া পাখির মুক্তি ছাড়া আকাশ শূন্য পড়ে থাকবে। পুরুষ ও নারী সমাজের দুটি সমান অঙ্গ বা অর্ধাঙ্গ। একটি অঙ্গকে পরাধীন ও অচল রেখে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি অসম্ভব। তাই উদ্দীপকে পাখিকে খাঁচা মুক্ত করার যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তা মূলত অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধের অবরুদ্ধ নারী সমাজকে জাগিয়ে তোলার এবং তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মূল চেতনা। এদিক থেকে মন্তব্যটি যথার্থ।

৩ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
ক	জ্ঞান	১	১	তারুণ্যের শতদল কথাটি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৩ (ক) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

'যৌবনের গান' প্রবন্ধে শত শত তরুণ মিলে তারুণ্যের শতদল ফুটিয়ে তুলেছে।

৩ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
খ	অনুধাবন	২	২	কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে ধ্যানী বলে অভিহিত করেছেন তা 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে ধ্যানী বলে অভিহিত করেছেন তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৩ (খ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে ধ্যানী বলে অভিহিত করেছেন। জীবনে বাস্তব প্রয়োজনে যাঁরা প্রত্যক্ষ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মানব জাতীর কল্যাণে ব্রতী হন, তাঁদেরকে লেখক কর্মী বলে অবহিত করেছেন। যাঁরা কর্মী তারা সক্রিয়ভাবে ইতিবাচক বিভিন্ন কর্মকান্ডে যুক্ত থেকে শতাব্দীর অচলায়তন ভেঙ্গে শাশ্বত সুন্দর নির্মাণ করেন। অন্যদিকে, যাঁরা জীবনের প্রত্যক্ষ কর্মকণ্ডে যুক্ত না থেকেও পরোক্ষভাবে সামগ্রীক কর্মকাণ্ডে প্রেরণা জুগিয়ে থাকেন, দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তাদেরকে তিনি ধ্যানী বলেছেন। নিজেকে একজন চিন্তাশীল ও প্রেরণাদায়ী মানুষ হিসেবে তুলে ধরতেই প্রাবন্ধিক মন্তব্যটি করেছেন।

৩ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	'যৌবনের গান' প্রবন্ধের রক্ষণশীল/কুসংস্কারাচ্ছন্ন/পশ্চাৎপদতার বিষয়টি উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করলে।
			২	'যৌবনের গান' প্রবন্ধের রক্ষণশীল/বৃদ্ধ/কুসংস্কারাচ্ছন্ন/পশ্চাৎপদতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	'যৌবনের গান' প্রবন্ধের রক্ষণশীল/বৃদ্ধ/কুসংস্কারাচ্ছন্ন/পশ্চাৎপদ শ্রেণির কথা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৩ (গ) নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

'যৌবনের গান' প্রবন্ধে রক্ষণশীল/কুসংস্কারাচ্ছন্ন/পশ্চাৎপদ শ্রেণির মানুষের প্রতিচ্ছবি উদ্দীপকের তূর্যের মাঝে দেখা যায়।

'যৌবনের গান' প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, জীবনের প্রাণবন্ত অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুরানো সংস্কার তথা রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার। তাই প্রাবন্ধিক সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু যাদের মধ্যে কিছু না করে পুরানো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকার মানসিকতা থাকে তারা ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পায়। প্রবন্ধের উক্ত বৈশিষ্ট্যটি বিশ বছরের যুবক তূর্যের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। তূর্য যদিও বয়সে তরুণ তবুও তার কর্মকাণ্ড বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তার অলস্য, ভয় আর জড়তার কারণে কোনো সামাজিক কাজে সে অংশগ্রহণ করেনি। সুতরাং 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের পশ্চাদপদ শ্রেণির মানুষের প্রতিচ্ছবি উদ্দীপকের তূর্যের মাঝে দেখা যায়।

৩ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	প্রকৃত যৌবন 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করতে পারলে।
			৩	প্রকৃত যৌবন 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	প্রকৃত যৌবন 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।

			১	প্রকৃত যৌবন কী তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৩ (ঘ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার ও কল্যাণকামী শক্তিই প্রকৃত যৌবন। প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, মানুষ যে বয়সেরই হোক না কেন তারা এমন তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য ধর্মে দীক্ষিত হবে যে তাদের জীবনের গতি থাকবে দুর্বার, প্রাণশক্তি থাকবে যা সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে অজানাকে নিজের আয়ত্বে আনবে। সেবা এবং সাধনার মাধ্যমে লক্ষ্যকে সৌন্দর্যমন্ডিত করবে। চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর থাকবে। বয়সের ফ্রেমে তাকে আবদ্ধ করা যাবে না। উদ্দীপকে ষাটোর্ধ্ব রহমান সাহেবের মধ্যে উক্ত রূপ লক্ষ্য করা যায়। রহমান সাহেবের বয়স ষাটের বেশি হলেও সমাজসেবামূলক নানা কার্যক্রমে যুক্ত থেকে দেশের জন্য কাজ করছে। উদ্দীপকের ষাটোর্ধ্ব রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা, সেবার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বলা যায় রহমান সাহেবের কর্মকান্ডে লেখকের সংজ্ঞায়িত প্রকৃত যৌবন প্রস্ফুটিত হয়েছে।

৪ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪. ক	জ্ঞান	১	১	একজন কুলি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৪ (ক) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

'বর্ষাকালেই তো জুৎ'- কথাটি একজন কুলি বলেছিল।

৪ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪. খ	অনুধাবন	২	২	উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার বিষয়টি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৪ (খ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

'রেইনকোট' গল্পে মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার গোপন সত্যটি জানা সত্ত্বেও নুরুল হুদা এবং তার স্ত্রী আসমা নিরাপত্তার খাতিরে গোপন রাখে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভয়ে চারিদিকে এক চরম আতঙ্কজনক পরিবেশ বিরাজ করছিল। নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু ২৩ জুন দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য বাড়ি থেকে চলে যায়। বিষয়টি নুরুল হুদা এবং তার বৌ দুজনেই জানতেন, কিন্তু পাক-হানাদার বাহিনীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য তারা এই সুন্দর সত্যটি গোপন রাখেন।

৪ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪.গ	প্রয়োগ	৩	৩	মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা ও সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ এর দিকটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে রেইনকোট গল্পের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	রেইনকোট গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা এবং সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ এর দিকটি রেইনকোট গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে

			১	রেইনকোট গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা এবং সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ দিকটি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৪ (গ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

উদ্দীপকের ছাত্রদের 'গোপন আস্তানায় পোস্টার লেখা ও লিফলেট বিলি' রেইনকোট গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা এবং সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ এর দিকটি তুলে ধরে। 'রেইনকোট' গল্পে ঢাকা কলেজের গেটে অবস্থিত বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুলির ছদ্মবেশে ঢাকা কলেজ পরিদর্শন করে। অতর্কিত আক্রমণ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মোসাদ্দেকের মতো ছাত্ররা পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পোস্টার তৈরি ও লিফলেট বিলির মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। উদ্দীপকের ছাত্রদের গোপন কর্মকাণ্ড রেইনকোট গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে চোরাগোপ্তা ও সাহসী লড়াইয়ের রূপটিকে প্রতিফলিত করে।

৪ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	সাধারণ মানুষদের উজ্জীবিত করার বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সম্পর্ক স্থাপন করে মন্তব্যটি যথার্থ বলে মতামত প্রদান করতে পারলে।
			৩	সাধারণ মানুষদের উজ্জীবিত করার বিষয়টি 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	সাধারণ মানুষদের উজ্জীবিত করার বিষয়টি 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	সাধারণ মানুষদের উজ্জীবিত করার কথাটি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৪(ঘ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

উদ্দীপকের একুশের ফেব্রুয়ারির পুলিশের নিষ্ঠুরতা এবং রেইনকোট গল্পের রেইনকোট মোসাদ্দেকের মতো ছাত্রদের এবং রেইনকোট গল্পের নুরুল হুদার মতো সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে। 'রেইনকোট' গল্পের মূল চরিত্র নুরুল হুদা ছিলেন অত্যন্ত ভীরু ও সাধারণ মানুষ। মিলিটারির ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ থাকতেন। কিন্তু বৃষ্টির দিনে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট পরিধানের সাথে সাথে তার মধ্যে এক অলৌকিক পরিবর্তন আসে। রেইনকোটের উষ্ণতা তার মনের সব ভয় দূর করে দেশপ্রেমের অসীম সাহসে রূপান্তর করে। পাক-বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের মুখেও তিনি কোনো তথ্য ফাঁস করেননি বরং মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। উদ্দীপকের মোসাদ্দেকও ছিলেন ভীরু ও অন্তর্মুখী স্বভাবের। কিন্তু পুলিশি নির্যাতনের কারণে তার মনের জড়তা ভেঙ্গে যায়। সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজপথে নামার সাহস সঞ্চার করে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাহ্যিক একটি প্রভাবক সাধারণ ও ভীরু মানুষকে তাদের চিরাচরিত খোলস থেকে বের করে এনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দিতে তীব্র শক্তিতে উজ্জীবিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্যটি শতভাগ সঠিক।

৫ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(ক)	জ্ঞান	১	১	অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

৫ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)

খ	অনুধাবন	২	২	'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	লক্ষ্মণ লঙ্কায় প্রবেশ করায় দেশ কলঙ্কিত হয়েছে তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদ অবস্থানকালে মায়াদেবীর আনুকূল্যে বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে প্রবেশ করে। মানব লঙ্কায় প্রবেশ করায় লঙ্কা কলঙ্কিত হয়। বিভীষণ লক্ষ্মণকে দেখে বিস্মিত হয়। লক্ষ্মণকে হত্যা করলে এই কলঙ্ক মোচন হবে বলে মেঘনাদ বিশ্বাস করে। পিতৃব্য বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে মেঘনাদ অস্ত্র আনতে অনুমতি প্রার্থনা করে এবং যুদ্ধে লক্ষ্মণকে হত্যা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

৫ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	মায়াদেবীর ষড়যন্ত্রে মেঘনাদের মারা যাওয়ার ঘটনাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	মায়াদেবীর ষড়যন্ত্রে মেঘনাদের মারা যাওয়ার ঘটনাটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মায়াদেবীর ষড়যন্ত্রে মেঘনাদ মারা যায় তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ মায়াদেবীর ষড়যন্ত্রে মেঘনাদ মারা যায়। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে মায়াদেবীর আনুকূল্যে প্রবেশ করে। রাবণপুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে পিতা রাবণ পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে বরণ করে নেন। রীতি অনুযায়ী অগ্নিদেবতার প্রার্থনা করতে গেলে মায়াদেবীর প্ররোচণায় বিভীষণের ষড়যন্ত্রে মেঘনাদকে হত্যা করা হয়। উদ্দীপকের হেক্টর দেবী এথেনার কূটকৌশলের কারণে পরাজিত হয়, তেমনি মায়াদেবীর ষড়যন্ত্রে মেঘনাদ মারা যান। উদ্দীপকের হেক্টর ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের মেঘনাদ উভয়েই দেবীদের কূটকৌশলের শিকার হয়েছিলেন।

৫ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	মেঘনাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন দান করেছেন তা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সম্পর্ক স্থাপন করে মন্তব্যের যথার্থতা বিচার করতে পারলে
			৩	মেঘনাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন দান করেছেন তা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	মেঘনাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন দান করেছেন তা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মেঘনাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন দান করেছেন তা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় রাবণ মেঘনাদের পিতৃব্য কুম্ভকর্ণ ও ভ্রাতা বীরবাহুর উত্তরাধিকারী। রাক্ষসরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরপর জীবন দান করেছেন। তারা নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতের শিকার। হেক্টরকে বধ করা হলো দেবী এথেনার ষড়যন্ত্রে আর মেঘনাদকে হত্যা করা হয় বিভীষণের ষড়যন্ত্রে। কিন্তু যজ্ঞাগারে প্রবেশের জন্য মায়া দেবী

লক্ষ্মণকে সহায়তা করেছিল। দেবীদের ষড়যন্ত্রে উদ্দীপকের হেক্টর কিংবা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ জীবনদান করলেও তারা উভয়েই ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

৬ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬.ক	১	জ্ঞান	১	বিজলী পত্রিকা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

৬ (ক) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বিজলী পত্রিকায়।

৬ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬.খ	২	অনুধাবন	২	কবি কেন নিজেকে অর্ফিয়াসের বাঁশরী বলেছেন তা 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	অর্ফিয়াস সুরের ইন্দ্রজাল দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করতেন তা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

৬ (খ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

অর্ফিয়াস যেমন সুরের ইন্দ্রজাল দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে মৃত ইউরিপিদিসের প্রাণ রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। তেমনি নজরুল তার অর্ফিয়াসের বাঁশরী রূপ গান ও কবিতা দিয়ে মৃতপ্রায় ভারতীয় উপমহাদেশের জাতিকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

৬ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬.গ	৩	প্রয়োগ	৩	বাঁশরী ও রণতূর্য অনুষদের ভূমিকা 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
		অনুধাবন	২	'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে বাঁশরী ও রণতূর্য অনুষদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	বাঁশরী ও রণতূর্য অনুষদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

৬(গ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

বিদ্রোহী কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম নিজের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কবিতায় উল্লিখিত অনুষঙ্গকে প্রবলভাবে ধারণ করেন। তিনি বিদ্রোহীসত্তার পাশাপাশি প্রেমসত্তারও কবি। তাঁর বাঁশরীর তানে পাশরী হয়ে শ্যামের হাতের বাঁশরী যেমন হতে পারেন, তেমনি রণতূর্য নিনাদিত করে কাঁপন ধরাতে পারেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকের। এসকলই তাঁর ইচ্ছাধীন। অন্যায়, কুসংস্কার দূর করার জন্য যেমন নটরাজ, ভীম, ধূর্জটি, দুর্বাশা, বিশ্বমিত্র ও পরশুরাম হতে পারেন নজরুল, আবার বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস কিংবা বঞ্চিত পথবাসীর জন্যও তাঁর দরদ অসীম। সমাজসেবী হামিম অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। নজরুলের মধ্যেও উপর্যুক্ত গুণগুলো দৃশ্যমান।

৬ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
		উচ্চতর দক্ষতা	৪	'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী ও মানবসত্তা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মতামত প্রদান করতে পারলে
		প্রয়োগ	৩	'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী ও মানবসত্তা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
		অনুধাবন	২	'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী ও মানবসত্তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী ও মানবসত্তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

৬ (ঘ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

বিদ্রোহী কবিতার পুরো সুর উদ্দীপকে নেই। তবে হামিমের চরিত্রে সমাজের সেবাপরায়ণতা, অন্যায়, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ সীমিত আকারে পরিলক্ষিত হয়। কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে ত্রাস, নিরন্ন ও উৎপীড়িত মানুষকে মুক্তি দেওয়ার পক্ষে সোচ্চার। তিনি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরানের অনেকগুলো অনুষঙ্গ এনেছেন; যেমন ইসরাফিল, সিঙ্গা, নরক, দোজখ, ইতিহাসের বেদুঈন, চেঙ্গিস, পুরানের নটরাজ, ভীম, ধূর্জটি, ইন্দ্রানী-সূত, দুর্বাশা, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম এবং বাঁশের বাঁশরী বা রণতূর্য যা উদ্দীপকে নেই বা কবিতার অনুষঙ্গের সুদূরপ্রসারী ভাবও উদ্দীপকে নেই।

৭(ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭.ক	জ্ঞান	১	১	যে ঘর ভেঙেছে/ যে বুকে আঘাত হেনেছে উল্লেখ করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর:
'প্রতিদান' কবিতায় কবির ঘর যে ভেঙেছে তার জন্য কাঁদেন/ প্রতিদান কবিতায় কবির বুকে যে আঘাত হেনেছে তাঁর জন্য কাঁদেন।

৭(খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭.খ	অনুধাবন	২	২	কবিতার চরণটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য 'প্রতিদান' কবিতার আলোকে উদঘাটন করতে পারলে।
			১	কবির মহৎ চরিত্রের দিকটি উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: এই জগৎ সংসারে সাধারণ মানুষ আঘাতের বদলে আঘাত বা প্রতিশোধপরায়ণ হয় কিন্তু কবি এখানে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী বা মহৎ চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। যে মানুষটি কবির ক্ষতি করেছে, কবিকে গৃহহীন বা বিবাগী করেছে, তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কবি তার প্রতি হিংসা বা ক্ষোভ পুষে রাখেননি বরং সেই অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে আপন করে নেওয়ার ব্যাকুলতা এবং তার মঙ্গল কামনায় কবি দীর্ঘ রাত জেগে কাটান । শত্রুর ক্ষতি না করে উল্টো তার কল্যাণ চিন্তা করার এক অনুপম মানবিকতা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

৭(গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	কাঁটা হেরি তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর/মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি, রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ানো ফুল মালঞ্চ ধরি'- 'প্রতিদান' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	কাঁটা হেরি তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর/মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি, রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ানো ফুল মালঞ্চ ধরি'- 'প্রতিদান' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	কাঁটা হেরি তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর/মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি, রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ানো ফুল মালঞ্চ ধরি'- লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৭. গ নমুনা উত্তরঃ 'প্রতিদান' কবিতায় জাগতিক স্বার্থহীনতা ও উদারতা, মনুষ্যত্বের জয়গান, ত্যাগের মানসিকতার সঙ্গে উদ্দীপকের মহান ব্যক্তিত্বের প্রাণের সাধক হয়ে পৃথিবীকে ফুলে-ফলে শোভিত করার প্রচেষ্টা দিয়ে এক স্বর্গ তৈরি করার সাদৃশ্য দেখা যায়। উদ্দীপকের কবি মনে করেন জাগতিক ঐশ্বর্যের চেয়ে মানুষের ভিতরের মনুষ্যত্ব বা মহৎ প্রাণই সবচেয়ে বড় উপাদান। কবি জসিম উদ্দীনের প্রতিদান কবিতায় কাঁটা হেরি তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর/মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি, রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ানো ফুল মালঞ্চ ধরি' -র সঙ্গে উদ্দীপকের শেষ দুই পংক্তির মিল লক্ষ্যণীয়।

৭ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭.(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	কবি কীভাবে মহৎ হতে চান তা 'প্রতিদান' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মন্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারলে।
			৩	কবি কীভাবে মহৎ হতে চান তা 'প্রতিদান' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	কবি কীভাবে মহৎ হতে চান তা 'প্রতিদান' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	প্রতিদান কবিতার কবি মহৎ হতে চান তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৭(ঘ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

প্রতিদান কবিতাটি কবি জসিমউদ্দীনের একটি অনুপম ক্ষমাশীলতার কবিতা। সংসারে মানুষ পরশ্রীকাতরতায় ব্যস্ত । অসহিষ্ণু মানুষে সংসার পরিপূর্ণ, সেই স্থানে প্রতিদান কবিতার কবি তার বিপরীতে অবস্থান করে সহনশীল উদারতা ক্ষমার মহত্তম আদর্শে উজ্জীবিত। উদ্দীপকের কবি জসিম উদ্দীনের মতোই মনুষ্যত্বের চাষ করতে চান । তিনি মহৎ পরাণ পেলে উদার পৃথিবী উপহার দিবেন । প্রাণের সাধক হবেন যদি তিনি মানুষের মতো মানবজাতি পান । এটা উদ্দীপকের কবির আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু প্রতিদানের কবি কেবল আকাঙ্ক্ষা করেই ক্ষ্যান্ত থাকেননি-তিনি নিজেই কাঙ্ক্ষিত কর্ম সম্পাদন করে তার শত্রুকেও প্রিয়তম করে ভেবে নিয়েছেন। গৃহহীন অনিকেত যে শত্রু তাকেও করেছেন একান্ত আপন। এমন মানবিক দর্শনের দৃষ্টান্ত উদ্দীপক ও প্রতিদান কবিতার প্রাণ। এজন্যই মন্তব্যটি যথার্থ।

৮ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৮ (ক)	জ্ঞান	১	১	Tree without Roots লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের নাম Tree without Roots

৮(খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৮.খ	অনুধাবন	২	২	'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মজিদের প্রতি মহব্বতনগর গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাসের বিষয়টি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৮(খ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ পাথরে খোদাই করলে তা যেমন সহজে ওঠে না, তেমনি মহব্বতনগর গ্রামবাসীর মজিদের প্রতি অটুট বিশ্বাস রয়েছে। মজিদ যা কিছু বলে, যা কিছু করে তা তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। প্রচুর ঝড় এবং শিলাবৃষ্টিতে গ্রামবাসীর ধানক্ষেত ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। মজিদ তাদেরকে নাফরমানি না করে খোদার ওপর বিশ্বাস রাখতে বলে। মজিদের কথাশুনে তারা খোদার ওপর বিশ্বাস করে থাকে। ফসলের ফলন কম বৃদ্ধিতে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে ফসল রক্ষায় মজিদের যে কোনো ক্ষমতা নেই তা তারা বুঝতে পারে না। এই অন্ধবিশ্বাসের কারনেই মজিদের ভন্ডামী ও প্রতারণা তারা ধরতে পারে না।

৮(গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৮.(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	"লালসালু" উপন্যাসের আলোকে আক্কাসের চরিত্রের সাথে আবরারের চরিত্রের সাদৃশ্য দেখাতে পারলে ।
			২	"লালসালু" উপন্যাসের আলোকে আক্কাসের চরিত্রের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করলে।
			১	আক্কাসের চরিত্র উল্লেখ করলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৮(গ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ উদ্দীপকের আবরারের সাথে "লালসালু" উপন্যাসের আক্কাসের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। মহব্বতনগর গ্রামের মানুষ ছিল নিরক্ষর। গ্রামবাসীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে আক্কাস মহব্বতনগর গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। স্কুল প্রতিষ্ঠায় অনুমোদনের আবেদনপত্রে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে সম্মতিসূচক টিপসই নেয় এবং চাঁদা তোলে। অন্যদিকে উদ্দীপকের আবরারও গ্রামের মানুষকে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করার জন্য সচেতন ও জাগ্রত করার চেষ্টা করে। তাই বলা যায়, উভয়ের চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

৮(ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৮.(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	অজ্ঞতা/নিরক্ষরতা/ভয়কে পুঁজি করে মজিদের মাজার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মতামত প্রদান করতে পারলে।
			৩	অজ্ঞতা/নিরক্ষরতা/ভয়কে পুঁজি করে মজিদের মাজার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	অজ্ঞতা/নিরক্ষরতা/ভয়কে পুঁজি করে মজিদের মাজার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মানুষের অজ্ঞতা/নিরক্ষরতা/ভয়ের বিষয়টি লিখতে পারলে ।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৮(ঘ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর: মানুষের অজ্ঞতা, নিরক্ষতা ও ভয়কে ব্যবহার করে খালেক ব্যাপারী ও মজিদ গ্রামবাসীকে শোষণ করে। "লালসালু " উপন্যাসে দেখা যায় মহব্বতনগরের সাধারণ মানুষ নিরক্ষর, ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। মজিদ এই অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য পুরনো এক কবরকে মাজার বানিয়ে গ্রামবাসীর সাথে প্রতারণা শুরু করে । এই মাজারকে কেন্দ্র করে তার জীবন-জীবিকা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। এসব অপকর্মের দোসর হয় মাতব্বর খালেক ব্যাপারী। উদ্দীপকে দেখা যায় মানুষের অজ্ঞতা ও সরলতার ফলেই জহির নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে আর সলিম উদ্দিন জোর করে সাধারণ মানুষের জমি দখল করে। গ্রামের মানুষকে সচেতন ও জাগ্রত করার চেষ্টা করলে আবরারকে সমাজচ্যুত ও গ্রামছাড়া করার ষড়যন্ত্র করে। মানুষ শিক্ষিত ও সচেতন হলে সলিম উদ্দীন ও জহির কিংবা "লালসালু" উপন্যাসের খালেক ব্যাপারী ও মজিদ শোষণ করতে পারতো না। তাই বলা যায়, 'সলিম উদ্দিন ও জহিরের আঁতাত মূলত খালেক ব্যাপারী ও মজিদের চিরায়ত শোষণের প্রতিচ্ছবি'- মন্তব্যটি যথার্থ।

৯ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯.ক	১	জ্ঞান	১	থোতামুখের তালগাছ বা শুধু তালগাছ লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

৯ (ক) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

ওটা বলতে থোতামুখের তালগাছকে বোঝানো হয়েছে।

৯ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯.খ	২	অনুধাবন	২	জমিলার প্রতি রাগ এবং ক্ষোভে মজিদের বলা এ উক্তিটি "লালসালু" উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	বাহ্যিক সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়ীত্ব বোঝাতে মজিদ জমিলাকে কথাটি বলেছিল।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

৯ (খ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

বাহ্যিক সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব বোঝাতে মজিদ জমিলাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছিল। জমিলার প্রতি মজিদের বিভিন্ন ক্ষোভ ছিল। দরজার চৌকাঠে বসে জমিলা আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে রূপচর্চা করছিল। মজিদ ঘরে আসলেও সে উঠে যায়নি। এজন্য মজিদ রাগে-ক্ষোভে জমিলাকে এ কথাটি বলেছিল।

৯ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯.গ	৩	প্রয়োগ	৩	উদ্দীপকের সালেহার সাথে জমিলার সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	ঠ্যাংটা বুড়ির ছেলের মৃত্যুর ঘটনা দেখে জমিলার মানসিকতা পরবর্তন বিষয়ে ব্যাখ্যা লিখলে।
		জ্ঞান	১	জমিলার চরিত্র উল্লেখ করলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

৯ (গ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

সালেহা 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা চরিত্রের সাথে তুল্য। 'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। সে মহব্বতনগর গ্রামে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে প্রভাব-প্রতিপত্তি গড়ে তোলে। তারপর সন্তান কামনায় কিশোরী জমিলাকে বিয়ে করে আনে। কৈশোরিক চপলতাই তার চরিত্রে দেখা যায়। একদিন সকালে এক ঠ্যাংটা বুড়ি মাজারে এস আর্তনাদ শুরু করে দিল। তার একমাত্র ছেলেটি মারা গিয়েছে। খোদা কেন এত বড় অন্যায় করল। এজন্য সে মাজারে এসেছে খোদার বিরুদ্ধে নালিশ করতে। তার শেষ সম্বল আনা পাঁচেক পয়সা মজিদের দিক ছুঁড়ে দিয়ে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে বলে। মজিদ এই পয়সা কুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। এ দৃশ্য দেখে কিশোরী জমিলা বুঝতে পারে মাজার এবং মজিদের কোনো ক্ষমতা নেই বরং আছে পয়সার প্রতি প্রচন্ড লোভ। উদ্দীপকেও এর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। অতএব উদ্দীপকের সালেহা চরিত্রের সাথে জমিলা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

৯ (ঘ) নং প্রশ্নের প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯.ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	মজিদ ও কালু মিয়ার উদ্দেশ্য ও কৌশলের যে পার্থক্য আছে তা ব্যাখ্যা করে মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারলে।
		প্রয়োগ	৩	উদ্দীপকের কালু মিয়ার সাথে মজিদের সামগ্রিক কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরলে।
		অনুধাবন	২	মজিদের সামগ্রিক কার্যক্রম "লালসালু" উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
		জ্ঞান	১	মজিদের কার্যক্রম অর্থের পাশাপাশি সামাজিক প্রভাব বিস্তার করা তা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

৯ (ঘ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

কালু মিয়ার কার্যক্রম বর্তমানকেন্দ্রিক অর্থাৎ শুধু অর্থ সংশ্লিষ্ট আর মজিদের উদ্দেশ্য স্বার্থিসিদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়, কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ নাটকীয়ভাবে মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে। মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ভয়কে পুঁজি করে প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে। নিজের শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ অনুভব করে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে, তাহের-কাদেরের বাবাকে নিরুদ্দেশ হতে বাধ্য করে। আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বিনষ্ট করে। উদ্দীপকে কালু মিয়ার প্রতারণা অত্যন্ত সাধারণ। তার লোলুপ দৃষ্টি শুধু বৈষয়িক সম্পদের প্রতি। তাই বলা যায়, মজিদ যেখানে সুক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জাল বুনন করে বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে সুদৃঢ় করে সমাজ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে সেখানে কালু মিয়া নগদ প্রাপ্তির লোভে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এই কারণে মন্তব্যটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান।

১০ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০.ক	১	জ্ঞান	১	ক্লাইভ লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১০ (ক) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে- উক্তিটি ক্লাইভের।

১০ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০.খ	২	অনুধাবন	২	উক্তিটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	সিরাজ লুৎফাকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তিটি করেছে তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১০ (খ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

১৭৫৭ সালের ১০ই জুন লুৎফার কক্ষে ঘষেটি বেগম, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ উপবিষ্ট। ঘষেটি বেগম সিরাজের প্রতি ক্ষিপ্ত। সে আমিনা ও সিরাজের সঙ্গে বাদানুবাদ করে চলে যাওয়ার সময় লুৎফা বলে যে, খালার অর্থ-বিত্তের দিকে হাত দেওয়া ঠিক হয়নি। এর জবাবে সিরাজ উক্তিটি করেন।

১০ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০.গ	৩	প্রয়োগ	৩	মিরজাফরের চরিত্র ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	মিরজাফরের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	মিরজাফর লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১০ (গ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী চরিত্রের মধ্যে অন্যতম মিরজাফর, ঘষেটি বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, মিরন, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ। তবে ক্ষমতালোভী প্রধান চরিত্র মীরজাফর সিংহাসনে বসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন সেনা প্রধানের পদে বসে তারই আত্মীয় সিরাজের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের চাপে পিষ্ট সেই একই বাঙালি বীর দেশের স্বাধীনতার জন্য চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুট করতে গেলে সূর্যসেনের খুব কাছের লোকই ইংরেজ কর্তৃক পুরস্কার লাভের আশায় তাকে ধরিয়ে দেন। দু জন ঐতিহাসিক দেশপ্রেমী মানুষ খুব কাছের মানুষের ষড়যন্ত্র শিকার হয়ে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে তাদের হত্যা করা হয়। দুই ঘৃণ্য ও জঘন্য চরিত্র এভাবে সমকালে এবং আজও নিন্দিত।

১০ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০.ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে পলাশির যুদ্ধ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মূল্যায়ন করতে পারলে
		প্রয়োগ	৩	'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে পলাশির যুদ্ধ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
		অনুধাবন	২	'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে পলাশির যুদ্ধ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	পলাশির যুদ্ধ লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১০ (ঘ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

সিরাজউদ্দৌলা নাটকের সিরাজউদ্দৌলা খুব অল্প বয়সেই নবাবি ক্ষমতা লাভ করেন তাঁর নানা নবাব আলিবর্দি খাঁর কাছ থেকে। দেশের প্রতি পরম ভালোবাসার বহি:প্রকাশ আছে সিরাজের চরিত্রে। আলিবর্দীর জীবদ্দশায় মিরজাফরের প্রতারণা ধরা পড়ায় তাকে শাস্তি ও দেওয়া হয়েছিল। দেশপ্রেম নয় শুধু ক্ষমতার মোহে, সিংহাসন দখলের জন্য মিরজাফর আঁতাত করে ঘষেটি, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ ও ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে। ইংরেজ ও দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই ব্যক্তিস্বার্থ। সিরাজের উদ্দেশ্য ছিল দেশের সাধারণ জনগনের উন্নতি। ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও দেশপ্রেমিকের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সূর্যসেন যুদ্ধ করতে গিয়ে ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবেশী নেত্রসেন সূর্যসেনকে ধরিয়ে দেয়। দুটি প্রেক্ষাপটই ইংরেজবিরোধী, সময় কেবল ভিন্ন।

১১(ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১. ক	জ্ঞান	১	১	কোম্পানির টাকার জন্য লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১১ (ক) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

ওয়ালী খান কোম্পানির টাকার জন্য ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে।

১১ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১. খ	অনুধাবন	২	২	উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	উক্তিটি মোহনলালের তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১১ (খ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

উক্তিটি মোহনলালের। উক্তিটির মধ্য দিয়ে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি মোহনলাল চরিত্রের আনুগত্য ও দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ও অন্যান্য কুচক্রীদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে নবাবের পরাজয় যখন ঘনিয়ে আসছিল মোহনলাল তখন নবাবকে মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে নতুন করে সৈন্য সংগ্রহের পরামর্শ দেন। নবাব তখন মোহনলালকেও তার সাথে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। সেই মুহূর্তে মোহনলাল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে এই উক্তিটি করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তিনি পালিয়ে যাবেন না। পলাশীর প্রান্তরে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই করবেন। মোহনলালের উক্তিটির মধ্যে দিয়ে অদম্য দেশপ্রেমের প্রকাশ পেয়েছে।

১১ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১.গ	প্রয়োগ	৩	৩	মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মীর জাফর লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১১ (গ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

উদ্দীপকের করিমের আচরণ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রধান খলচরিত্র এবং বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের সাথে অধিক সম্পর্কযুক্ত। মীর জাফর নবাবের প্রধান সেনাপতি এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের বশে নবাব এবং জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। উদ্দীপকেও একই বিষয় ফুটে উঠেছে। চরম অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা এবং ক্ষমতার লোভের দিক থেকে উদ্দীপকের করিমের সাথে মীর জাফরের আচরণের গভীর মিল রয়েছে।

১১ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১.ঘ	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	মীর জাফরের ষড়যন্ত্র ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মূল্যায়ন করতে পারলে।
			৩	মীর জাফরের ষড়যন্ত্র ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	মীর জাফরের ষড়যন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মীর জাফরের ষড়যন্ত্র লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১১ (ঘ) নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট কারণে বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকেই ষড়যন্ত্রেও চিত্র দৃশ্যমান। ওয়ালি খান টাকার জন্য ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। ঘষেটি বেগম প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করে, সেনাপতি মিরজাফর তার দায়িত্ব এড়িয়ে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত, সভাসদ উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মানিকচাঁদ নগদ অর্থ ও পদবি লাভের আশায় সিরাজের নিমক খেয়েও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মিরণ তার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, সিরাজের স্ত্রীকে বিয়ে করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সিরাজের দুধ ভ্রাতা মোহাম্মদী বেগ মাত্র দশ হাজার টাকার লোভে নবাব সিরাজকে নির্মমভাবে হত্যা করে। উদ্দীপকে হত্যাযজ্ঞ ছাড়া আর সকল ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্যমান। অতএব বলা যায়, "স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মানদণ্ডে উদ্দীপক এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মূলভাব প্রায় অনুরূপ।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর শুধু প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য।]